উপদেষ্টা
ডঃ আমিনুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
❑ এহসানুল ইসলাম ❑ এম, আবদুল হক
❑ আসিফ মাহমুদ ❑ এইচ এস ফিরোজ
❑ সমর মিত্র ❑ মাসুদুর রহমান
❑ আবুল হোসেন ❑ মোঃ জিয়াউদ্দিন
❑ জহির হোসেন ❑ নীনা ইনাম
❑ রেহানা আখতার ❑ এ মল্লিকা রাজ
❑ জহিরুল করিম ❑ বেলায়েত হোসেন
বিদেশ প্রতিনিধি

| | |
|---|---|
| ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল | আমেরিকা |
| তানভীর আহমেদ লেনিন | আমেরিকা |
| ডঃ এস, মাহমুদ | বৃটেন |
| নির্মল চন্দ্র চৌধুরী | অষ্ট্রেলিয়া |
| এ,এস,এম, আশরাফুল হক | চীন |
| মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | পাকিস্তান |
| হারুনুর রশিদ | জাপান |
| আবুল কাশেম মিয়া | জাপান |
| এস, ব্যানার্জী | ভারত |
| রেজোয়ান স্পুটনিক | ভারত |
| আঃ ফঃ মোঃ শামসুদ্দোহা | সিংগাপুর |
| এস,এম, জামাল | সুইডেন |
| ইমরুল কায়েস | ফ্রান্স |
| মোঃ হাফিজুর রহমান | হল্যান্ড |
| নাছির উদ্দিন পারভেজ | মধ্যপ্রাচ্য |

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ ঃ আলীম আজিজ
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস বীথি
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২
দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

# সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
জুলাই ১৯৯৪

## নয়া অর্থনীতিতে যোগ দিতে তথ্য প্রযুক্তিতে লীপ ফ্রগিং এখনই দরকার

জগৎ ও যুগ বদলের আরেক সম্ভাবনা এসে মাথাকুটছে ভাগ্যাহত বাংলাদেশের দ্বারে। টেলিযোগাযোগ ও কমপিউটারকে যুক্তভাবে প্রত্যন্ত উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে ছড়িয়ে দেবার লীপ ফ্রগিং ব্যাঙের লাফের মত থোপ থোপ ঝাঁপে বিস্তৃত করে দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক যুগ সূচনার সুযোগ এখন চীন, ভিয়েতনামসহ থাইল্যাণ্ড এশিয়ার দেশে দেশে এসেছে উত্তরণের এক স্পন্দন। বাংলাদেশ এ সম্ভাবনা প্রয়োগে কোটি কোটি উৎপাদক মানুষকে বঞ্চিত করে সেই পূর্বতন বন্ধ্যা গণ্ডির মধ্যে কুণ্ডায়ন করছে। সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষ যখন যুক্তহচ্ছে টেলিযোগাযোগের আধুনিক তরঙ্গে, তখন টেলিফোনকে নিজেদের কুক্ষিগত রাখার জন্য টিএণ্ডটি কর্মচারীরা মিছিল করছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সেল্যুলার টেলিফোনের বিস্তার যখন বিস্ফোরনের মত বেড়ে যাচ্ছে তখন সরকারী মদদ নিয়ে সেল্যুলার টেলিফোনকে এদেশে স্টেটাস সিম্বল হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায়।

এর প্রসার ঘটানো হয়েছে এক বৎসরে মাত্র কয়েকশ। অথচ কেবলমাত্র সেবা গ্রহণের চুক্তি করলে এ সেল্যুলার ফোন নাম মাত্র মূল্যে দেয়া হয়ে থাকে অনেক দেশে।

বিশ্বের বুকে এক কর্মবাদী সভ্যতায় মানুষ যখন জাগছে, তখন নূতন অর্থনীতির বাহন হয়ে উঠেছে এই আধুনিক ও সুলভ যোগাযোগ। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রেলপথ, নৌপথ, শিক্ষা, প্রযুক্তি, গবেষণা ও সংবাদপত্রের মত ক্ষেত্রগুলোকে জাতীয় ও বিশ্বের তথ্য প্রবাহ ও কর্মের প্রবাহের সাথে যুক্ত করার জন্য থোক থোক ঝাঁপে এ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদে সমগ্র এশিয়া যখন স্পন্দমান তখন আমাদের তার কর্তৃপক্ষ ও সরকার এক চরম অক্ষমতায় দেশ ও জাতিকে স্থানু করে রেখেছেন। সরকার টিএণ্ডটি ও কিছু মেকী কোম্পানী একটা নতুন যুগের বিশাল কাণ্ডকে তাদের সংকীর্ণ বন্ধ্যা নালির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আনতে চেষ্টা করছেন– এটা এক বেদনাদায়ক ও হাস্যকর প্রক্রিয়া।

তারমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম চীন ও সিঙ্গাপুর ঘুরে এসেছেন। সমস্যা কিন্তু চীন তুরানে নয়। সমস্যা আমাদের মগজে এবং স্বার্থপরতায়। সবচাইতে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখর ব্যাপক জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখে সরকার আমলা প্রশ্রয়প্রাপ্ত কোটিপতিরা একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির সুযোগ ভোগ করে জনগণের জন্য সৃষ্টি করছে আধাজংলী-জুলু-সভ্যতা। আমরা আবারও এ মানসিকতা পরিহার করে, কমপিউটারের মত টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যাপক জনগণের হাতে তুলে দেবার আহ্বান জানাচ্ছি। এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পাঠ করলে, একটি শিশুও বুঝতে পারবে জনগণের প্রতিকী বিদ্বিষ্ট মনোভাব নিয়ে আমাদের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালিত হচ্ছে এখন।

আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি, জনগণকে উপেক্ষিত রেখে মাথাতোলা সুবিধাবাদের হাতে প্রযুক্তি, রাজনীতি, অর্থনীতি যাই দেয়া হোক – তার আত্মকুণ্ডায়ন করুণ পরিণতি ডেকে আনে। এ পরিণতি নির্মমতা অনুধাবন করে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর অন্তিম পত্রে লিখে গেছেন ঃ জনগণ এবং জনগণ ছাড়া আর কারো উপরেই বিশ্বাস করা যায় না।

লেখক সম্পাদক ঃ ❑ রেজাউল করিম ❑ আবদুল হালিম ❑ গোলাম নবী জুয়েল ❑ মোঃ হাসান শহীদ